যুগান্তর

তারিখ 22 JAN 2017 পৃষ্ঠা ৩৭ কলাম 2

নগরকান্দার রাখালগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিনা বেতনের শিক্ষক দিয়ে পাঠদান

মিজান বাবু, *নগরকান্দা (ফরিদপুর) থেকে*

শিক্ষক ছাড়াই চলছে ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার চরযশোরদী ইউনিয়নের রাখালগাছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টির শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠদানে ৫ থেকে ৬ জন শিক্ষক প্রয়োজন থাকলেও ২০১৩ সালের শুরুতে সরকারি হওয়া স্কুলটিতে ১ জন সরকারি শিক্ষকও কর্মরত নেই। বর্তমানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পড়ানো হচ্ছে এলাকার ৪ জন মহিলা দিয়ে। এরা তাদের চাকরি সরকারি হওয়ার আশায় শিক্ষকতা করছেন বলে জানা গেছে। দীর্ঘদিন সরকারি শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমে দেখা দিয়েছে অচলাবস্থা।

জানা গেছে, ১৯৯৫ সালে ৩৩ শতাংশ জায়গার ওপর রাখালগাছি কমিউনিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার শুরুতে কিছুদিন নামমাত্র চলার পর শিক্ষকদের মধ্যে চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা তৈরি হলে তৎকালীন কর্মরত শিক্ষকরা স্কুলটি বন্ধ করে দেন। সূত্রে জানা গেছে, সব কমিউনিটি ও রেজি. স্কুল সরকারি করা হবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১২ সালে এমন ঘোষণা দিলে এলাকার কিছু লোক দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা রাখালগাছি কমিউনিটি স্কুলের নামে কিছু শিক্ষার্থী, চারজন শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির তালিকা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট দফতরে তদবির শুরু করেন। ফলে ২০১৩ সালে উপজেলার ৭টি কমিউনিটি স্কুলের সঙ্গে রাখালগাছি কমিউনিটি স্কুলটিও সরকারি হয়ে যায়। তবে স্কুল সরকারি হলেও নতুন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষক পারভীন সুলতানা, আয়শা জিলানী, রুমানা ও তাসলিমার এখনও সরকারি চাকরি হয়নি। তারা সরকারি শিক্ষক হওয়ার আশায় বিনা বেতনে শিক্ষকতা করছেন।

জানা গেছে, বিনা বেতনের ৪ শিক্ষককে সরকারি করার চেষ্টায়, উপজেলায় পর্যাপ্ত সরকারি শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও এ বিদ্যালয়ে একজনও সরকারি শিক্ষক দেয়া হচ্ছে না। স্কুলটি সরকারি হওয়ার পর ৪ বছর পার হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক বিয়োগ না করায় শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমনকি ভবনের অভাবে খোলা আকাশের নিচে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চললেও বিদ্যালয়ের ভবন সংস্কার বা নির্মাণে নেয়া হয়নি তেমন কোনো উদ্যোগ। ফলে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার অগ্রগতি ও কার্যক্রমে দেখা দিয়েছে অচলাবস্থা। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বজলুর রহমান বলেন, 'বিদ্যালয়টির যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।'